চিনিকলের প্রাথমিক তথ্যাবলী

- চিনিকলের নামঃ ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস লিমিটেড
- অবস্থানঃ ডাকঘর : ঠাকুরগাঁও রোড-৫১০১, জেলা : ঠাকুরগাঁও।
- প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯৫৬ খ্রিঃ
- চিনিকলের উৎপাদন ক্ষমতাঃ ১৫২৪০ মেঃ টন
- ছবি:

মিল হাউজ

ব্যাগাস কেরিয়ার

ব্যাগাস ইয়ার্ড

মিল রোলার

বয়লার

আরভিএফ

ইভাপোরেটর

বয়লিং হাউজ

সিরাপ ট্যাঙ্ক

বয়লিং হাউজ ২

প্যান

জুস ট্যাঙ্ক

- চিনিকল এলাকার মোট আয়তন: ১৫৫০ বর্গ কিলোমিটার
- চিনিকলের সর্বমোট জমির পরিমান: ২৮৮৭.০২ একর

কারখানা	: ২০.০০ একর
আবাসিক	: ৭৬.৪৮ একর
পুকুর ও রেলওয়ে সাইডিং	: ৫.০০ একর
আর. এস. আর. এস	: ১০.০০ একর
পরীক্ষামূলক খামার	: ২৬২.১০ একর
কৃষি খামার (৩টি)	: ২৪৯৬.৬৯ একর

- চিনিকল এলাকায় মোট আখ আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ: ৪৫০০০ একর

- চিনি বিক্রয়ের ধরণ:

ডিলারের মাধ্যমে (হোলসেল, ক্ষুদ্র শিল্প, স্বয়ংক্রিয় শিল্প , থানা/জেলা ডিলার, টিসিবি) ফ্রি-সেল প্যাকেট জাত চিনি (১ কেজি ও ২ কেজির প্যাকেট), সংরক্ষিত খাত (পুলিশ, বিজিবি, ফায়ার সার্ভিস, নৌবাহিনী ও সেনাবাহিনী), আখ চাষী। এছাড়া শ্রমিকদের মাঝে রেশন সুবিধার মাধ্যমে চিনি বিক্রয় করা হয়।

আখ চাষ, চিনি উৎপাদন ও বিপণন

- **চিনিকলের বর্তমান সার্বিক সমস্যাসমূহ এবং সমস্যা থেকে উত্তরণের প্রস্তাবনাসমূহঃ**

সমস্যাসমূহঃ

১) কারখানার যন্ত্রপাতি অত্যন্ত পুরাতন ও জরাজীর্ণ।

২) কাঁচামাল আখের সংকট।

৩) আখের জমির পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে।

৪) আখ আবাদে আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা আছে।

৫) উঁচু ও ভাল জমির পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত নীচু ও পতিত জমিতে আখের চাষ হচ্ছে। ফলে আখের গুনগত মান হ্রাস পাচ্ছে।

৬) অধিক চিনিসমৃদ্ধ উন্নত জাতের আখের উদ্ভাবন কম হচ্ছে।

৭) আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে আখের মধ্যে চিনি কম হচ্ছে।

৮) বেসরকারি চিনির সাথে রাষ্টায়ত্ব চিনিকলের চিনির বিপনণ বৈষম্য হচ্ছে।

৯) সরকার নির্ধারিত দরের চেয়ে চিনির বাজার মূল্যে কম থাকায় উৎপাদিত চিনি বিক্রয় হচ্ছে না। ফলে কৃষকের সরবরাহকৃত আখের মূল্য পরিশোধ করা যাচ্ছে না।

উত্তোরণের উপায়ঃ

১) পুরাতন যন্ত্রপাতি পরিবর্তন করে আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনের জন্য ইতোমধ্যে বিএমআর প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
২) প্রডাক্ট ডাইভারসিফিকেশনের জন্য নানামুখি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
৩) আখের মূল্যবৃদ্ধি করা হয়েছে।
৪) ই-পূর্জি, ই-গ্যাজেট ও মোবাইল ব্যাংকিং সেবা চালু করা হয়েছে।
৫) অধিক চিনিসমৃদ্ধ আখের জাত উদ্ভাবনের জন্য বিএসআরআই-তে সার্বক্ষণিক গবেষণার কাজ চলছে।
৬) আখের আবাদ ও ফলন বৃদ্ধির জন্য চাষিদের মাঝে যোগাযোগ বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ প্রদান ও সার, বিষ, কিটনাশক বিতরণ এবং এসটিপি পদ্ধতিতে আখ চাষের জন্য ভুর্তুকি প্রদান করা হচ্ছে।
৭) দক্ষ জনবল গড়ে তোলার জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
৮) বিএসএফআইসির মাধ্যমে দেশের চিনি আমদানি রপ্তানি ও বিপণন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

- **চিনিকলের উৎপাদনের পরিমাণ কমে যাবার কারণসমূহ, উৎপাদন বৃদ্ধিতে গৃহীত উদ্যোগ ও অন্যান্য করণীয়ঃ**

চিনিকলে উৎপাদনের পরিমাণ কমে যাবার কারণসমূহঃ

১) মিলটি ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত। মিল কারখানার যন্ত্রপাতি অত্যন্ত পুরাতন ও জরাজীর্ণ। ইহার কার্যক্ষমতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। এর অধিকাংশ যন্ত্র/যন্ত্রাংশ বর্তমান বাজারে সচরাচর পাওয়া যায় না এমনকি এর প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রতিবছর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করে কোন রকমে চালানো হচ্ছে। ফলে মৌসুম চলাকালীন নিরবিচ্ছিন্ন ও সুষ্ঠুভাবে আখ মাড়াই কার্যক্রম চালানো সম্ভব হয় না। বিধায়, চিনি আহরণ হার হ্রাস পেয়েছে।

২) দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় স্বল্প মেয়াদী আলু, ভূট্টা, শাক-সবজি ইত্যাদি ফসলের বিস্তৃতি ঘটছে ফলে আখের জন্য উপযুক্ত উঁচু ও ভালমানের জমিগুলি এখন স্বল্প মেয়াদী ফসলের দখলে চলে যাচ্ছে। ফলে অধিকাংশ আখের আবাদ হচ্ছে অপেক্ষাকৃত নীচু, পতিত ও নদীর চর এলাকায়। বিধায় আখের গুনগত মান হ্রাস পেয়েছে এবং প্রাপ্ত আখের মধ্যে চিনির পরিমাণ কম পাওয়া যাচ্ছে।

৩) আখ চাষে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে সীমাবদ্ধতা এবং এর পাশাপাশি ম্যানুয়াল সিস্টেমে আখ চাষের জন্য লেবার সংকট তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে। মিলে সরবরাহকৃত আখের মধ্যে আবর্জনার হার তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে চিনি রিকভারি হ্রাস পাচ্ছে।

৪) অধিক চিনিসমৃদ্ধ ও যুগোপযোগী উন্নতমানের আখের জাত উদ্ভাবনের অগ্রগতি কম হচ্ছে। ফলে সরবরাহকৃত আখ হতে উৎপাদিত চিনির পরিমাণ কম হচ্ছে।

উৎপাদন বৃদ্ধিতে গৃহীত উদ্যোগ ও অন্যান্য করণীয়ঃ

১) মিলটি আধুনিকায়ন করার জন্য ইতোমধ্যে বিএমআর প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

২) আখের সাথে সাথী ফসল হিসেবে স্বল্প মেয়াদী আলু, সরিষা, মরিচ, ডাল, শাক-সবজি ইত্যাদি চাষ করে উচু ও ভালমানের জমিতে গুনগত মানসম্পন্ন আখ চাষ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

৩) আধুনিক প্রযুক্তিতে আখের চাষাবাদ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। ফলে মিলে সরবরাহকৃত আখের আবর্জনা হ্রাস পাবে।

৪) অধিক চিনিসমৃদ্ধ ও যুগোপযোগী উন্নতমানের আখের জাত উদ্ভাবনের জন্য বিএসআরআই-তে গবেষণার কাজ চলছে।

স্থানীয়ভাবে আখচাষ বৃদ্ধিতে গৃহীত উদ্দ্যোগ সমূহ এবং আর যেসকল উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

স্থানীয়ভাবে আখচাষ বৃদ্ধিতে গৃহীত উদ্দ্যোগসমূহ

১) ব্যক্তিগতভাবে চাষি যোগাযোগ করা হয়েছে।

২) ব্যাপকভাবে উঠান বৈঠক ও ঘরোয়া সভা করা হয়েছে।

৩) চাষি সম্মেলন করা হয়েছে।

৪) খামার দিবস করা হয়েছে।

৫) চাষি প্রশিক্ষণ করা হয়েছে।

৬) উন্নয়ন কর্মী ও কর্মকর্তাদের মাঠ পরিদর্শন ও চাষিদেরকে পরামর্শদান।

৭) আখচাষ বৃদ্ধিকল্পে চাষিদের উদ্বুদ্ধ করণ কাজে হ্যান্ডবিল,পোষ্টার ও ইক্ষু পরিক্রমা মুদ্রণ ও বিতরণ।

৮) মিলে কর্মরত শ্রমিক,কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের আখচাষের আওতায় আনা হয়েছে।

৯) আখের সঠিক ওজনের নিশ্চয়তার জন্য সনাতনী ওজনের পরিবর্তে ডিজিটাল কাটায় আখ ওজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১০) চাষিদের আখচাষে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আখ আবাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমনঃ বীজ,সার,কীটনাশক সহ নগদ অর্থ হিসাবে ঋণ প্রদান করা হয়।

১১) আখচাষের বিভিন্ন প্রযুক্তি বিসমূহারে প্রদর্শনী ক্ষেত স্থাপন এবং এর পদ্ধতি ও ফলাফল চাষিদের মাঝে তুলে ধরা হয়েছে।

আরও যেসকল উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

১) আখ চাষিদের আখ মিলে সরবরাহ করার সাথে সাথে চাষিদেরকে আখের মূল্য প্রদান করতে হবে।

২) আখ চাষের ভর্তুকির আওতা ও পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

৩) উচ্চ ফলনশীল জাতের আখ বীজ উদ্ভাবন বাড়াতে হবে।

- **ইক্ষু খেত হতে চিনিকলসমূহে যোগাযোগের রাস্তাসমূহ উন্নতমানের, এ বিষয়ে চিনিকলের পক্ষ হতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহঃ**

১) ইক্ষু খেত হতে চিনিকলসমূহে যোগাযোগের রাস্তাসমূহ অধিকাংশই পাকা ও উন্নতমানের। যে সমস্ত রাস্তা পাকা নাই বা অর্ধেক পাকা সে সমস্ত রাস্তাগুলি প্রতিবছর মেরামত ও পাকা করা হয়।

২) মাড়াই মৌসুম শুরুর পূর্বে ফিডার রাস্তাসমূহ ব্রিক্স, ব্যাটস, রাবিশ, মাটি ইত্যাদি দিয়ে মেরামত করে আখের গাড়ী পরিবহনের উপযোগী করা হয়। অনেক স্থানের আখ পরিবহনের জন্য নদী/নালার উপর মৌসুমে বাঁশের অস্থায়ী সাঁকো ও রাস্তা নির্মাণ করে আখ পরিহবণ করা হয়।

৩) ইক্ষু খেত হতে মিলে আখ সরবরাহের রাস্তাগুলোর মধ্যে গ্রামের প্রধান রাস্তাসমূহ রোড ডেভেলপমেন্ট ফান্ড হতে পাকা করা হয়।

- **ইক্ষু সংগ্রহ কেন্দ্র (আখ সেন্টার) হতে আধুনিক পদ্ধতিতে ওজন, লোডিং সিস্টেম এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে চিনিকলে আগমনের বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপসমূহঃ**

আখ সেন্টারে আধুনিক পদ্ধতিতে ওজনঃ

১) সকল কেন্দ্রের ওজন যন্ত্র ডিজিটাল করা হয়েছে। এতে স্বচ্ছতার সাথে দ্রুত আখের গাড়ী ওজন করা হয়।

লোডিং সিষ্টেমঃ

১) ইক্ষু বোঝাই কাজ স্থানীয় দরে লেবার দ্বারা দ্রুততার সাথে করা হয়।

স্বল্প সময়ের মধ্যে চিনিকলে আখ আগমণের বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপঃ

১) কেন্দ্রে অতিরিক্ত ট্রলী মজুদ রাখা হয় যাতে আখ ক্রয়ের সাথে সাথে লোডিং হয়। ট্রলী লোড হওয়ার সাথে সাথে গ্যারেজের কন্ট্রোলরুম থেকে গাড়ী প্রেরণ করে আখ ভর্তি ট্রলী মিলে পরিবহন করা হয়।

চিনি বিপণনে সমস্যাসমূহ ও উত্তোরণের উপায়

সমস্যাসমূহ

১) বেসরকারী রিফাইনারী চিনিকল সমূহের নিম্নমানের চিনির সাথে অসম বাজার প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারা।

২) সরকারী চিনিকলের উৎপাদিত চিনির মূল্য সরকার কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়। অপরদিকে বেসরকরী রিফাইনারী কোম্পানী গুলোর চিনির মূল্য সরকার কর্তৃক নির্ধারণ করা হয় না। ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারী চিনিকলের নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বাজারে চিনি বিক্রয় করেন। ফলে সরকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত চিনি বিক্রয় হয় না।

৩) আর্থিক সংকটের কারণে সরকারি চিনিকলে উৎপাদিত চিনির গুনগতমান সম্পর্কে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারনার অভাব।

৪) বেসরকরী রিফাইনারী কোম্পানী গুলোর চিনির মূল্য তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় সরকারী প্রতিষ্ঠানের চিনির বরাদ্দপ্রাপ্ত ডিলারগণ ঠিকমত চিনি উত্তোলন করেন না ।

উত্তোরণের উপায়ঃ

১) সরকারী চিনিকল সমূহের সুরক্ষা প্রদানের নিমিত্তে বেসরকরী রিফাইনারী চিনিকলের আমদানীকৃত ‘র’-সুগার এর উপর শুল্ক বৃদ্ধি করা।

২) বেসরকারী রিফাইনারী কোম্পানীগুলোর উৎপাদিত চিনি চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশিয় বাজারে বিক্রয় এবং অবশিষ্ট চিনি বিদেশে রপ্তানীর ব্যবস্থা করা।

৩) প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় পর্যাপ্ত বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করা।

৪) ঢাকাসহ দেশের বড় বড় শহর গুলোতে পর্যাপ্ত সংখ্যক বিক্রয়কেন্দ্র খোলা।

- **চিনিকলের অধিন চাষাবাদযোগ্য (আবাদী+অনাবাদী) জমির সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য কি কি উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তার সাফল্যসহ বিস্তারিত বিবরণঃ**

গৃহীত উদ্দ্যোগঃ

১) ইতিমধ্যে খামারের পতিত জমিতে নতুনভাবে সামাজিক বনায়ন করা হয়েছে ২১২.০০ একর।

এছাড়া ফলদের মধ্যেঃ-

ড্রাগন বাগান ১.৬০ একর

আম বাগান ২.০০ একর

নারিকেল বাগান ৬.০০ একর

১) তাছাড়া জমির সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য আখের সাথে সাথী ফসল হিসাবে মশুর, সরিয়া, ধনিয়া, গাজর ও আলু চাষ করা হয়েছে।

২) আখচাষ অনুপযোগী নীচু জমিতে ধান ও গমের চাষ করা হয়েছে। তাছাড়া মিষ্টিকুমড়া ও লাউ আবাদ করা হয়েছে।

৩) মরিচ ও হলুদ চাষ করা হয়েছে।

৪) ইক্ষু কর্তনের পর এবং নিজস্ব ব্যবহারের পর অবশিষ্ট কিছু জমি স্বল্পকালীন ফসলে লীজ প্রদান করা হবে।

চিনি বাই প্রোডাক্ট ও এর ব্যবহার

উৎপাদিত বাই-প্রোডাক্টসমূহ, বিগত ১০ বছরে উৎপন্ন বাই-প্রোডাক্টের পরিমাণ ও বিক্রির পরিমাণ এবং আয়ের পরিমাণ

উৎপাদিত বাই প্রোডাক্টের নামঃ

১) ব্যগাস

২) ফিল্টার কেক ও

৩) মোলাসেস

বিগত ১০ বছরে উৎপন্ন বাই প্রোডাক্ট উৎপন্নের পরিমাণ এবং বিক্রির পরিমাণ ও আয়ের পরিমাণঃ

মাড়াই মৌসুম	উৎপাদিত ব্যাগাস (মেঃ টন)	বিক্রিত ব্যাগাস মূল্য (লক্ষ টাকায়)	উৎপাদিত ফিল্টার কেক (মেঃ টন)	বিক্রিত ফিল্টার কেক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	উৎপাদিত মোলাসেস (মেঃ টন)	বিক্রিত মোলাসেসের পরিমাণ (মেঃ টন)	বিক্রিত মোলাসেস হতে আয় (লক্ষ টাকায়)
২০১৭-১৮	৩০৪৫৫	মিলটি অতি পুরাতন হওয়ায় উৎপাদিত ব্যাগাস জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে ফলে উৎপাদিত ব্যাগাস উদ্বৃত্ত না হওয়ায় বিক্রি করা সম্ভব হয়নি।	২৫৫২	আখ উৎপাদনের স্বার্থে কৃষকের মাঝে ফিল্টার কেক সরবরাহ করা হয় এবং মিলের কৃষি খামারের ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে খামারের জমিতে ব্যবহার করা হয়।	৩২০৩	২৭৪১.৫৮	৫২৩.২১
২০১৬-১৭	২৬৫৭২		২২২৭		২৭৮৮	৩০২৮.৩৭	৬০৫.৫৬
২০১৫-১৬	২০৯৮২		১৮১১		২১৯১	৩৫০০.০০	৫২৮.৪২
২০১৪-১৫	২৫৮৪০		২১১০		২৭০১	২১৭৪.৭১	২১৪.০৫
২০১৩-১৪	৪১৬১৭		৩৩৮২		৪২৭১	৩৪৭৫.২৯	৩০৬.৪২
২০১২-১৩	৩০৩০৬		২৭২০		৩১৫৩	৬১৬০.১০	৪০৮.১৪
২০১১-১২	২৮৩১৯		২৫৫৯		২৯৮০	২৫৯১.১০	২১২.৬৫
২০১০-১১	৩৭০৭৩		৩৩৪১		৩৮০৪	১৪১৯.৪০	২৮৭.৩০
২০০৯-১০	২০৬৭৫		১৮৪৯		২১৩০	৮৭৫.৩৮	১৭৮.৩২
২০০৮-০৯	২৯০৫		২০১৩		২৩৬৫	৩৮৭২.৬৫	৩৬৭.৭৩

দক্ষ জনবল তৈরিতে গৃহীত উদ্যোগসমূহঃ

জনবল তৈরিতে ইতোপূর্বে ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস লিঃ কর্তৃক ও এনপিও-র সহযোগীতায় উৎপাদনশীলতা,উন্নয়ন বিয়ষক প্রশিক্ষণ কোর্স ২০১৬ সালে সম্পন্ন করেছে এবং ইক্ষু উন্নয়ন সহকারী ও সেন্টার-ইন-চার্জদের আখ উন্নয়ন ও উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স প্রতি বৎসর বি এস আর আই, ঈশ্বর্দীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া কারখানার প্রকৌশলী, রসায়নবীদ, কৃষিবীদসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের ইন-সার্ভিস ট্রেনিং নিয়মিত হয়ে থাকে।

চিনিকলের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য চিকিৎসা, যাতায়াত, আবাসনসহ অন্যান্য যেসব সুযোগ সুবিধা রয়েছেঃ

চিনিকলের নিজস্ব হাসপাতালের নিয়ন্ত্রনাধীন সংক্রামক রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রতি বছরে সরকারী সহযোগীতায় অত্র হাসপাতালের ব্যবস্থাপনার অধীনে মিলস আবাসিক এলাকার শিশুদের টিকাদান কর্মসুচি পালন করা হয়। মিলের পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন মেডিকেল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

যে সমস্ত শ্রমিক আবাসন কলোনীতে বসবাস করেন না তাদের যাতায়াতের ভাতা প্রদান করা হয়। কিছু সংখ্যক শ্রমিক আবাসন কলোনীতে স্ব-পরিবারে বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শ্রমিক/কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের ছেলে-মেয়েদের সুষ্ঠুভাবে লেখাপড়া করানোর জন্য প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় আছে। শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের জন্য নামাজের নিমিত্ত জামে মসজিদ আছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ধর্ম চর্চার জন্য মিলস ক্যাম্পাসে ১(এক)টি মন্দির আছে। শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের নিজস্ব খরচে চা নাস্তা ও ভাত খাওয়ার জন্য মিলের ভিতরে ক্যান্টিনের ব্যবস্থা আছে। মিলের ভিতরে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথকভাবে পর্যাপ্ত সংখ্যক টয়লেটের ব্যবস্থা আছে। চিনি উৎপাদনকালীন সময়ে জরুরী কাজে ব্যবহারের জন্য মিলের নিজস্ব গাড়ী আছে। সুগার সেচ ও রোড ডেভলপমেন্ট তহবিল হতে ব্রীজ ও কালভার্ট মেরামত ও উন্নয়ন করা হয়। আখচাষীগণকে ইক্ষু চাষ প্রক্রিয়ার আধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। শ্রমিক কর্মচারী/কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কল্যান তহবিল হতে শ্রমিক কর্মকর্তাগণকে প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। অগ্নি নির্বাপনের জন্য পুরাতন একটি ফায়ার ফাইটার গাড়ি আছে। মিলে শ্রমিক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য চিনির রেশন প্রদান ব্যবস্থা আছে। প্রেস মাড সার হিসেবে ব্যবহারের জন্য আখ চাষীদের মাঝে নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

- **চিনিকলের সিবিএ'র সংখ্যা এবং তাদের সদস্য সংখ্যাঃ**
  সিবিএ সংখ্যাঃ ১টি। সদস্য সংখ্যাঃ ১১ জন।

চিনিকলের যন্ত্রপতি ও আধুনিকায়ন

- **চিনিকলের যন্ত্রপাতিসমূহের বর্তমান অবস্থার বিস্তারিত তথ্যঃ**

কারখানার যন্ত্রপাতি অত্যন্ত পুরাতন ও জরাজীর্ণ।

১. মিল হাউসঃ মিল টারবাইনসহ মিল হাউসের যন্ত্র/যন্ত্রাংশের কার্যক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে।
২. বয়লার হাউসঃ বয়লারের স্টীম জেনারেশনের কার্যক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে।
৩. বয়লিং হাউসঃ ক্লারিফায়ার, ইভাপরেটর, প্যানসমূহের বডি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে ও সেন্ট্রিফিউগ্যাল মেশিনসমূহ চলার অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে।
৪. দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে।

- **অত্র চিনিকল আধুনিকায়নের জন্য কি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ? উত্তরঃ হ্যাঁ।**

আধুনিকায়নের জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণঃ

মিলটি আধুনিকায়নের জন্য বিএমআর প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
প্রকল্পের নামঃ Replacement of Old Machinery and addition of machinery for Beet Sugar Production at Thakurgaon Sugar Mills .

গৃহীত প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপঃ

- মিল আধুনিকায়ন করা হবে।
- বীট সুগার প্ল্যান্ট স্থাপনঃ আখের পাশাপাশি সুগার বীট থেকে চিনি উৎপাদন করা হবে।
- কো-জেনারেশন প্ল্যান্ট স্থাপনঃ মিলের উৎপাদিত বিদ্যুৎ নিজেদের চাহিদা পূরণ করে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হবে।
- সুগার রিফাইনারি প্ল্যান্ট স্থাপনঃ র'সুগার হতে রিফাইন্ড সুগার তৈরি হবে।
- ডিস্টিলারি প্ল্যান্ট স্থাপনঃ এক্সপোর্ট আরিয়েন্টেড একটি ডিসটিলারী প্লান্ট স্থাপন করে ফরেন লিকার বিদেশে রপ্তানি করা হবে।
- বায়ো ফার্টিলাইজার ও বায়ো গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনঃ নিজস্ব উৎপাদিত বাই-প্রোডাক্ট ফিল্টার কেক দ্বারা বায়ো-ফার্টিলাইজার তৈরি ও বায়ো-গ্যাস উৎপন্ন করা হবে।
- চিলার স্টোরেজঃ সুগার বীট সংরক্ষণ ও এলাকার উৎপাদিত সবজি ও ফল-মূল হিমায়িত করে রাখা হবে।

গবেষণা

- চিনিকলের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই একটি গবেষনাগার আছে। ইহাতে আখের রসের রাসায়ণিক বিশ্লেষণ, চিনি ও বাই প্রোডাক্ট সমূহের রাসায়ণিক বিশ্লেষণ, টপট্রাস নির্ধারণ সহ বিভিন্ন বিশ্লেষণ হয়ে থাকে।

চিনি নীতিমালা

- **ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকার চিনি সংক্রান্ত নীতিতে যেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছেঃ তথ্য জানা নেই।**
- **চিনি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে যেসব উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়েছে চিনি নীতিমালায়ঃ তথ্য জানা নেই।**
- **বাংলাদেশের চিনি সংক্রান্ত নীতিতে যেসব বিষয় অমন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারেঃ তথ্য জানা নেই।**
- **বেসরকারী চিনিকলসমূহ সরকারের কাছ থেকে যে সব সুবিধা পাচ্ছেঃ তথ্য জানা নেই।**
- **সরকারী চিনিকলসমূহ সরকারের কাছ থেকে যে সব সুবিধা পাচ্ছে তার তুলনামূলক বর্ণনাঃ তথ্য জানা নেই।**

পরিবেশ সুরক্ষা

- **চিনিকলের পরিবেশ সুরক্ষায় যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছেঃ**

  ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্টের জন্য ETP প্লান্ট স্থাপনের প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এ বিষয়ে কাজ চলমান আছে।

অত্র প্রতিষ্ঠানের বিগত ১০ (দশ) বছরের সরকারী খাতে রাজস্ব জমার বিবরণঃ

ক্রঃ নং	সাল	ভ্যাট	ট্যাক্স	ভূমি উন্নয়ন কর	মোট
০১	২০১৭-১৮	১০২.৩০	৩১.০৬	১৪.৪৬	১৪৭.৮২
০২	২০১৬-১৭	১১০.২০	৩৫.৩০	১৯.৪৭	১৬৪.৯৭
০৩	২০১৫-১৬	১০০.৮৭	২১.৩১	২০.১৭	১৪২.৩৫
০৪	২০১৪-১৫	৫২.৮০	১৮.৬৩	১০.২৩	৮১.৬৬
০৫	২০১৩-১৪	৬৫.৫০	২২.১০	৯.৫৪	৯৭.১৪
০৬	২০১২-১৩	৮৩.৩০	২২.২৫	১২.৩৫	১১৭.৯০
০৭	২০১১-১২	৬৬.১২	১৬.৬৫	১১.৮৮	৯৪.৬৫
০৮	২০১০-১১	৬০.১১	১৯.৭২	১৩.৪৩	৯৩.২৬
০৯	২০০৯-১০	৪০.২১	১৫.৩৫	১৫.৬৪	৭১.২০
১০	২০০৮-০৯	৬৫.৮৮	২৩.১১	১১.২০	১০০.১৯